



ঢাবি সাংবাদিক সমিতির ইফতারে এক ছাদের নিচে সব ছাত্রসংগঠন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিয়ে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল আয়োজন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (ডুজাবি)। ইফতারে প্রায় ২০টি ছাত্রসংগঠনের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখার নেতৃবৃন্দ এক ছাদের নিচে অংশ নেন। আয়োজনে ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক সহাবস্থান, সুস্থ রাজনৈতিক চর্চা এবং সম্প্রীতির পরিবেশ জোরদারের আহ্বান জানানো হয়।

গতকাল শুরুর ঢাবির ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে 'গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার : প্রত্যাশিত শিক্ষাদান' শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ডুজাবি সভাপতি মহিউদ্দিন মুজাহিদ মাহির সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাহাদি হাসানের সম্মেলনায় অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, 'ডুজাবির আহ্বানে প্রতি বছরই বিভিন্ন মত ও দলের প্রতিনিধিরা একত্রিত হওয়ার সুযোগ পান। ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে মতনৈক্য থাকলেও এমন আয়োজনে তাদের এক ছাদের নিচে আনা সম্ভব হয়, যা একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত।

তিনি বলেন, 'আমরা চাই ক্যাম্পাসে সব সময় রাজনৈতিক সহাবস্থান বজায় থাকুক। শিক্ষার্থীরা যেন সুস্থ রাজনৈতিক চর্চার সুযোগ পান। বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠুক গণতান্ত্রিক চর্চার উন্মুক্ত ক্ষেত্র।'

উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, ঢাবি সাংবাদিক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহায়তা করে, অনেক ক্রটিবিচারিতও তুলে ধরে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম আরো গতিশীল হয়।

উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, এ ধরনের আয়োজন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে সংলাপের সুযোগ তৈরি করে, যা ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ শক্তিশালী করতে সহায়ক। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সম্প্রীতির



ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে কাজ করছে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ওবায়দুল ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকরা সব সময় সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থিতিশীলতা ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থরক্ষায় ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ছাত্রসংগঠনগুলোর নেতারাও ক্যাম্পাসে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ ও সহাবস্থানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির বলেন, ক্যাম্পাসে যে 'মব সংস্কৃতি' তৈরি হয়েছিল, তা আসন্ন ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে শেষ হবে বলে আশা করছি। ঢাবিতে যেন অবধা কোনো মব তৈরি না হয়, সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

তিনি ক্যাম্পাসে 'গুপ্ত রাজনীতি' বন্ধের আহ্বান জানান এবং ডুজা ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে গুজব ছড়ানোর বিষয়ে সাংবাদিকদের সতর্ক থাকার অনুরোধ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহসভাপতি আবু সাদিক কায়েম বলেন, 'আজকের গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাস ও দেশ আমরা পেয়েছি জুলাই শহীদদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে। তাদের আত্মত্যাগের কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে।' তিনি ডাকসু

নির্বাচনকে বার্ষিক ক্যালেডারের আওতায় আনার দাবি জানান।

ছাত্রমৈত্রীর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জাবির আহমেদ জুবেল বলেন, ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন। শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের সতমতকে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার আহ্বান জানান তিনি।

ছাত্রঅধিকার পরিষদের সভাপতি নাজমুল হাসান বলেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও শিক্ষাঙ্গনে সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখা জরুরি। তিনি সব ছাত্রসংগঠনকে সহিংসতা ও অসহিংসতা পরিহার করে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানান।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন—ঢাবির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান, ইসলামী ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ সিবগা, ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আইসান, ছাত্রপক্ষের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোহাম্মদ প্রিন্স, ছাত্র ফেডারেশনের ঢাবি শাখার আহ্বায়ক আরমানুল হক, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি মুনতাসির আহমেদ এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের (মার্কসবাদী) সভাপতি সালমান সিদ্দিকী।